(2)

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেষে

একুশের অনুষ্ঠানমালায় রাজধানী এখন মুখর, আজ শুরু হবে রাজপথে নক্সা আঁকা

অমর একুশে উদযাপনে শহীদ মিনার এলাকায় চলছে দেয়াল লিখনের প্রস্তুতি —জনকণ্ঠ

আশীষ-উর-রহমান শুভ

শহীদ মিনারের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ চলছে এখন। আগামীকাল অগণিত মানুষ মধ্যরাতের পর থেকে প্রায় দ্বিপ্রহর অবধি নগ্ন পায়ে তাজা ফুলের মালা বা স্তবক নিয়ে এখানে আসবেন মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া অগ্রজদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। রাজপথে ঐতিহ্যবাহী নক্সা আঁকার কাজ শুরু হবে আজ সন্ধ্যা থেকে। একুশের এবার সুবর্ণজয়ন্তি, উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে অনুষ্ঠানমালা।
প্রতিদিনই সংযোজিত হচ্ছে কোন না কোন নতুনত্ব-বিশেষত্ব।

একুশের গান

একুশের গান বলতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...' গানটির কথাই মনে পড়ে সকলের। কিন্তু এটি অমর একুশকে নিয়ে প্রথম গান নয়। প্রথম গানটি হলো— 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন... ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি'। এ রকম আরও ১১টি গান, সঙ্গে 'আমার ভাইয়ের' তো আছেই, মোট ১২টি গান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'একুশের গান' নামের সিডি। 'মঞ্চকুসুম'খ্যাত সঙ্গীত এবং অভিনয়শিল্পী শিমুল ইউসুফ গেয়েছেন গানগুলো। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মোঃ শাহনেওয়াজ। রে-ভিশন নামের একটি সংস্থা এটি প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে। গতকাল একটি চায়নিজ হোটেলে সিডিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধের দুই নম্বর সেক্টরের এ্যাডজুটেন্ট শহীদুল্লাহ খান বাদল। নির্ধারিত উদ্বোধক ও প্রধান

ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তিতে উদীচী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান —জনকণ্ঠ

রাজধানীর একটি হোটেলে শিল্পী শিমুল ইউসুফের একুশের গানের সিডির মোড়ক উন্মোচন —জনকণ্ঠ

একুশের অনুষ্ঠানমালায়

(১২-এর পাতার পর)

অতিথি ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। তিনি বিলম্বে পৌছানোর কারণে সিডি প্লেয়ারের সুইচ অন করে প্রখ্যাত কবি ও ভাষাসৈনিক আবুজাফর ওবায়দুল্লাহর লেখা একুশের প্রথম ছড়া 'কুমড়ো ফুলে ফুলে' গানটি বাজান। শিল্পী শিমুল ইউসুফ প্রথম এই ছড়াটিতে সুরারোপ করে গেয়েছেন।
অন্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে— ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে, শীতল পৃথিবী, রক্তে আমার, এই পথ এই কালো পথ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশ, ওরে বিষম দৈরার ঢেউ, হে মহা ক্ষুধা, হে সাথী আজকে। অনুষ্ঠানে সুরকার মোঃ শাহনেওয়াজ ও শিল্পী শিমুল ইউসুফ আলোচনা করেন। শিল্পী বলেন, এই গানগুলো মূল সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদ ও আবদুল লতিফের কাছে তিনি সরাসরি শিখেছিলেন। ইদানীং একুশের অনেক গানই নবীন শিক্ষার্থীরা ভুল সুরে গেয়ে থাকেন। এই সিডিতে গানের মূল সুর ধরা থাকল— এ থেকে নবীনরা সঠিকভাবে গানগুলো শিখে নিতে পারবেন।
পরে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, একুশের এই গান শুধু কণ্ঠ দিয়ে গাওয়ার গান নয়, হৃদয় দিয়ে গাওয়ার গান। শিল্পীর কণ্ঠ কত বলিষ্ঠ, কত মধুর একুশের গানে আমাদের কাছে সেটা বিচার্য নয়। শিল্পী একুশের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করেন কিনা সেটাই প্রধান বিষয়। সৌভাগ্যের বিষয়, শিমুল ইউসুফের ক্ষেত্রে উভয় দিকেরই সুসমন্বয় ঘটেছে। কণ্ঠের মাধুর্য ও বলিষ্ঠতা এবং একুশের চেতনা সমানভাবে রয়েছে তাঁর মধ্যে। সে কারণে গানগুলো হয়েছে অনবদ্য। মহান একুশের সুবর্ণজয়ন্তিতে এই গানের সিডি প্রকাশ হবে উল্লেখযোগ্য সংযোজনা।
আরও গান ঃ চট্টগ্রামের সঙ্গীত ভবন '২১শে বাংলাদেশের ডাক নাম' নামে ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তি উপলক্ষে একটি অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করেছে। মোট ১১টি গান রয়েছে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উভয় পিঠে। গীত রচনা, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী। তিনি গেয়েছেনও। একক অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে রয়েছেন পার্থ জ্যোতি সাহা, নওশীন কবির, সামিনা কবির, শামীম হামিদ, শাহজাহান পাটোয়ারী, সাদেক ইকবাল ও কাবেরী সেনগুপ্তা।

ভাষা শহীদ মঞ্চ

টিএসসির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে শিল্পকলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হয়েছে 'ভাষা শহীদ মঞ্চ'। এ মঞ্চে গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে দু' দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গতকাল প্রথম দিনে একক শিল্পী ছিলেন সুবীর নন্দী, শবনম মুশতারী, তপন মাহমুদ, শাম্মী আখতার, বিপুল ভট্টাচার্য প্রমুখ। এ ছাড়া ছিল দলীয় সঙ্গীত।

বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমী মঞ্চে গতকাল ছিল 'প্রযুক্তি বিকাশে বাংলাভাষা' বিষয়ে আলোচনা। প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। আলোচনা করেন মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ ও অধ্যাপক শাহীদা রফিক। সভাপতিত্ব করেন জামিলুর রেজা চৌধুরী।